বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
বান্দরবান।
(Web: ksibandarban.portal.gov.bd, Facebook: Ksi Bandarban)

নজরুল জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'এর বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮, ২৫ মে ২০২১ মঙ্গলবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখার উদ্যোগে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে **নজরুল জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১** কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রী ও শিল্পীগণকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

শাখা	প্রতিযোগীর শ্রেণি	প্রতিযোগিতার বিষয়	
'ক'	প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	নজরুল সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : শিশু যাদুকর কবি : কাজী নজরুল ইসলাম
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (নজরুল প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৫)	রচনা : আমার প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৬)	নৃত্য (নজরুল সংগীতে নৃত্য)
'খ'	উচ্চ বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রী	১)	নজরুল সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে কবি : কাজী নজরুল ইসলাম
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (নজরুল প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৫)	রচনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৬)	নৃত্য (নজরুল সংগীতে নৃত্য)
'গ'	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী	১)	নজরুল সংগীত
		২)	কবিতা আবৃত্তি : বিদ্রোহী কবি : কাজী নজরুল ইসলাম
		৩)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (নজরুল প্রতিকৃতি)
		৪)	বক্তৃতা : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৫)	রচনা : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
		৬)	নৃত্য (নজরুল সংগীতে নৃত্য)

প্রতিযোগিতার সময়সূচি

তারিখ ও বার	সময়	প্রতিযোগিতার বিষয়
২০ মে ২০২১ বৃহস্পতিবার	সকাল ১০.০০টা (আরম্ভ)	কবিতা আবৃত্তি (নির্ধারিত কবিতা)
	দুপুর ০২.৩০টা (আরম্ভ)	বক্তৃতা (নির্ধারিত বিষয়ে)
	বিকাল ০৫.০০টা	রচনা (নির্ধারিত বিষয়ে)
	(হার্ডকপি জমাদানের শেষ সময়সীমা)	চিত্রাঙ্কন : পেন্সিল স্কেচ (নজরুল প্রতিকৃতি)
২১ মে ২০২১ শুক্রবার	সকাল ১০.০০টা (আরম্ভ)	নজরুল সংগীত
২২ মে ২০২১ শনিবার	সকাল ১০.০০টা (আরম্ভ)	নৃত্য (নজরুল সংগীতে নৃত্য)

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে, স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন বা শিল্পী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পীগণ নিজ নিজ সংগঠন বা গোষ্ঠীর প্রধানের মাধ্যমে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বাসিন্দা তবে দেশের অন্যত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এমন ছাত্রছাত্রীগণ সরাসরি এ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখায় অফিস চলাকালে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নাম জমাদান করতে পারবে (চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত)। dir.ksibban@gmail.com ঠিকানায় ই-মেইলযোগে এবং Ksi Bandarban ফেসবুক প্রোফাইলে মেসেঞ্জার মারফতও নাম জমাদান করা যাবে। নাম জমাদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের নম্বর এবং ফেসবুক আইডি জমাদান করতে হবে। E-mail ঠিকানাও দেওয়া যাবে।

খ) প্রতিযোগীগণের নিজস্ব Laptop অথবা Android Phone বা Smart Phone থাকা কিংবা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহারের সুবিধা থাকা আবশ্যক।

গ) চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীগণের নাম জমাদানের শেষ সময়সীমা : **১৯ মে ২০২১ বুধবার**।

ঘ) চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ের প্রতিযোগিতাই অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। **নজরুল জন্মবার্ষিকী অনলাইনভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১ Zoom Meeting ID 338 173 4174 Passcode 123456** লিঙ্কে সংযুক্ত হয়ে প্রতিযোগীগণকে নিজ নিজ বাসা কিংবা সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অনলাইনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতিযোগিতার জন্য নাম জমাদানকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার সরাসরি লিঙ্ক প্রতিযোগীর ফেসবুক আইডিতে মেসেঞ্জার মারফত প্রেরণ করা হবে।

ঙ) চিত্রাঙ্কনের ছবি ও রচনা হার্ডকপি আকারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এ ইনস্টিটিউটের সংস্কৃতি শাখায় অফিস চলাকালে প্রেরণ/ জমাদান করতে হবে। বিলম্বে প্রাপ্ত ছবি বা রচনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ) রচনা প্রতিযোগীর স্বরচিত হতে হবে। রচনা A4 সাইজের সাদা কাগজে নিজ হাতে স্পষ্ট অক্ষরে লিখে 'পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর বরাবরে পাঠাতে হবে/ জমা দিতে হবে। একাধিক কাগজ ব্যবহার করা যাবে। তবে কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যাবে না; করলে অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে। রচনার শব্দ সংখ্যা ক-শাখায় ২৫০-৩০০ শব্দ, খ-শাখায় ৪০০-৪৫০ শব্দ এবং গ-শাখা ৫৫০-৬০০ শব্দ হতে হবে; অন্যথায় প্রতিযোগিতার জন্য অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে। মূল রচনার কোন পৃষ্ঠায় প্রতিযোগীর নাম বা পরিচিতি লিখা যাবে না। রচনার সাথে পৃথক কাগজে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল ফোনের নম্বর ও ফেসবুক আইডি লিখে এবং তাতে তারিখসহ স্বাক্ষর করে পাঠাতে হবে।

ছ) প্রতিযোগীর নিজ হাতে চিত্রাঙ্কন করতে হবে। ১১" × ১৬" সাইজের কার্টিজ পেপারে চিত্রাঙ্কন করে 'পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান'এর বরাবরে পাঠাতে হবে/ জমা দিতে হবে। চিত্রাঙ্কনের কাগজের কোন পৃষ্ঠায় প্রতিযোগীর নাম বা পরিচিতি লিখা যাবে না। ছবির সাথে পৃথক কাগজে প্রতিযোগীর নাম, স্কুল পর্যায়ে হলে অধ্যয়নরত শ্রেণি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হলে বর্ষ ও ডিগ্রির নাম (স্নাতক বা সম্মান অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম এবং বিভাগের নাম), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, মোবাইল ফোনের নম্বর ও ফেসবুক আইডি লিখে এবং তাতে তারিখসহ স্বাক্ষর করে পাঠাতে হবে।

জ) প্রতিযোগিতার সকল বিষয়ই একক প্রতিযোগীর। তবে প্রতিটি বিষয়ে অন্যূন ৩ জন প্রতিযোগী থাকতে হবে।

ঝ) একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক ৩টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৩টির অধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগীর সকল ফলাফল বাতিল করা হবে।

ঞ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ শিল্পী গোষ্ঠী থেকে একটি বিষয়ে অনধিক ৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ট) এক শাখার প্রতিযোগী অন্য শাখার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

ঠ) কবিতা মুখস্থ আবৃত্তি করতে হবে; অন্যথায় আবৃত্তির জন্য অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে।

ড) লিখিত বক্তৃতা পাঠ করা যাবে না; লিখিত বক্তৃতা পাঠ করলে অযোগ্য বা ডিসকোয়ালিফাইড বলে গণ্য হবে।

ঢ) প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের মান নির্ধারণকারী বিচারক কমিটিসমূহ কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলই চূড়ান্ত।

ণ) প্রতিযোগিতার প্রতিটি শাখায় প্রতিটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং প্রতিটি শাখার জন্য সার্বিক নৈপুণ্যের ভিত্তিতে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে কমপক্ষে একটি বিষয়ে প্রথম পুরস্কার না পেলে কিংবা একাধিক বিষয়ে পুরস্কার না পেলে 'গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান' পুরস্কার প্রদান করা হবে না। পয়েন্ট বণ্টন : প্রথম ৫, দ্বিতীয় ৩ এবং তৃতীয় ১।

ত) প্রতিযোগিতায় কিংবা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিযোগীকে যাতায়াত অথবা অন্যান্য রাহা খরচ বাবদ কোন প্রকার টিএ/ ডিএ/ ভাতা প্রদান করা হবে না।

থ) বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্বয়ং হাজির হয়ে নিজ নিজ পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র গ্রহণ করতে হবে।

দ) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেবল পুরস্কার বিজয়ী প্রতিযোগীগণকে (চিত্রাঙ্কন ও রচনা ব্যতীত) পুরস্কার ও প্রশংসা পত্রের সাথে অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকালীন মোবাইল ডাটা বাবদ জনপ্রতি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে প্রদান করা হবে।

ধ) পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময়সূচি : প্রতিযোগিতার ফলাফলের সাথে জানিয়ে দেওয়া হবে।

১১.০৫.২০২১

(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন : (০৩৬১)-৬২৪২৪
E-mail: dir.ksibban@gmail.com

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২৩/২০১৯/৭৫২ তারিখ : ১১ মে ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :-

১। মাননীয় চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

২। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৩। জনাব সিংইয়ং ম্রো, আহ্বায়ক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিষয়ক কনভেনিং কমিটি ও সম্মানিত সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে ব্যাপক প্রচারের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :-

৪। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : বার্তা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান)

৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৭। জেলা তথ্য অফিসার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৮। _____

_____

১১.০৫.২০২১
(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
১১/৫/২১

নং - ক্ষুসাই/বা-বান/সঃ ২৩/২০১৯/৭৫২ তারিখ : ১১ মে ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :-

০১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। উপসচিব, পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪। _____
সম্মানিত সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :-

০৫। মেয়র, বান্দরবান/লামা পৌরসভা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৬। চেয়ারম্যান, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৮। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

০৯। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বান্দরবান সদর/রোয়াংছড়ি/রুমা/থানচি/লামা/আলীকদম/নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১০। সংশ্লিষ্ট নথি/ নোটিশ বোর্ড (প্রশাসনিক ভবন/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।

১১.০৫.২০২১
(মং নু চিং)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
১১/৫/2021

শিশু যাদুকর

--- কাজী নজরুল ইসলাম

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর!
কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত সুকোমল লাবণি লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগ্‌বিজয়ে।
কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি ---
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।
অমরার প্রজাপতি অন্যমনে
উড়ে এলি দূর কান্তার-কাননে।
পাখা ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ,
ঠোঁটে আলো চোখে কালো --- কলঙ্কী চাঁদ!
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল ---
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।

স্বরগের সব-কিছু চুরি করে চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড়!

নিয়ে এলি হুরীদের তুলতুলে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুক্‌টুকে লাল,
কিন্নরী-কণ্ঠ ও নার্গিস চোখ
ললাটেতে প্রভাতের ঊষার আলোক,
চিবুকের টোল ভরে সুধা অমিয়া,
মন্মথ-ফুলধনু ভুরুতে, নিয়া
চোখে ফির্‌দৌসের লাল ইয়াকুত! ---
তোরে, চোর, খুঁজে ফেরে আস্‌মানী দূত!
তোরে হেরি' বেহেশতে কাঁদে ইউসুফ,
তোর হাসি শুনে বনে বুলবুলি চুপ।
ছোট তোর মুঠি ভরি' আনিলি মণি ---
সোনার জিয়ন-কাঠি মায়ার ননী।

তোর সাথে ঘর ভরে এলো ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হল, কি জানিস গুণ !
এল কুসুমের বাস পাখিদের গান,
ভিড় করে আলো এল, বুক ভরে প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট-ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুকু,
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরূপ।

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

--- কাজী নজরুল ইসলাম

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে!
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে ---
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টি ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুলল সাগর দুল্‌ল আকাশ ছুট্‌ল বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পাণির শূল আসে!
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে,
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙন এলো রক্ত-প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও মুখ-ফোটে-না' বাণীর-বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

আজ আস্‌ল ঊষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন
পাগ্‌লা-গাজন-উচ্ছ্বাসে!
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান্‌ আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে!
মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা হারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

বিদ্রোহী

--- কাজী নজরুল ইসলাম

বল বীর ---
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর ---
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর ---
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর ---
চির- উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,

আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল;
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর ---
আমি চির-উন্নত শির!

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর ---
চির- উন্নত মম শির!

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!

আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বমিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ-খোলা হাসি-উল্লাস, --- আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!

আমি কভু প্রশান্ত, --- কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল-ছল, চল-ঊর্মির হিন্দোল-দোল! ---

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!

আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি,

ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরি,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরির তানে পাশরি'
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরি।
আমি রুষে উঠে যাবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা ---
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধুমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!! ---

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না ---
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর ---
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!